

#আমি পদ্মজা পর্ব ৩৪

বাইরে বিকেলের সোনালি রোদ, মন মাতানো বাতাস। লম্বা বারান্দা পেরিয়ে নূরজাহানের ঘরের দিকে যাচ্ছে পদ্মজা। বাতাসের দমকায় সামনের কিছু চুল অবাধ্য হয়ে উড়ছে। এতে সে খুব বিরক্ত বোধ করছে। এক হাতে দই অন্য হাতে পিঠা। চুল সরাতেও পারছে না। তখন কোথেকে উড়ে আসে আমির। এক আঙুলে উড়ন্ত চুলগুলো পদ্মজার কানে গুঁজে দিয়ে আবার উড়ে চলে যায়। পদ্মজা চমৎকার করে হাসে। আমিরের যাওয়া দেখে, মনে মনে বলল, 'চমৎকার মানুষ।'

নূরজাহানের ঘরের সামনে এসে দেখল দরজা ভিজানো। পদ্মজা অনুমতি না নিয়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল। তার চম্ফু চড়কগাছ। পালঙ্কে ভুরি ভুরি সোনার

অলংকার। জ্বলজ্বল করছে। চোখ ধাঁধানো
দৃশ্য। পদ্মজাকে দেখে নূরজাহান অপ্রস্তুত হয়ে
পড়েন।

তা পদ্মজার চোখে পড়েছে। নূরজাহান ক্ষুব্ধ
হয়ে উঠলেন, ‘তুমি এই নে করে আইছো?
আমি কইছি আইতে?’

নূরজাহানের ধমকে থতমত খেয়ে গেল
পদ্মজা। দইয়ের মগ ও পিঠার থালা টেবিলের
উপর রেখে বলল, ‘আম্মা বললেন দই, পিঠা
দিয়ে যেতে।’

‘তোমার হউরি কইলেই হইবো? আমি কইছি?
আমারে না কইয়া আমার ঘরে আওন মানা
হেইডা তোমার হউরি জানে না?’

‘মাফ করবেন।’ মাথা নত করে বলল পদ্মজা।
‘যাও। বাড়াইয়া যাও।’

পদ্মজা বেরিয়ে গেল। দরজার বাইরে এসে
থমকে দাঁড়ায়। ছোট কারণে এতো ক্ষুব্ধ

প্রতিক্রিয়া কেন দেখালেন তিনি? পদ্মজার মাথায় ঢুকছে না। পদ্মজা আনমনে হেঁটে নিজের ঘরে চলে আসে। সে ভাবছে। এই বাড়িতে আসার পর থেকে কী কী হয়েছে সব ভাবছে। প্রথম রাতে কেউ একজন তার ঘরে এসেছিল। নোংরা স্পর্শ করেছে। সেটা যে আমার নয় সে শত ভাগ নিশ্চিত। এরপর ভোরে রানিকে দেখল চোরের মতো বাড়ির পিছনের জঙ্গলে ঢুকতে। তারপর রুম্পা ভাবির সাথে দেখা হয়। তিনি শুরুতে স্বাভাবিক ছিলেন। শেষে গিয়ে পাগলামি শুরু করেন। দরজার ওপাশে কেউ ছিল। পদ্মজা ব্রুকুটি করে মুখে 'চ' কারান্ত শব্দ করল। সব ব্যাপসা। ফরিদা বলেছিলেন, দই,পিঠা দিয়েই রান্নাঘরে যেতে। পদ্মজা বেমালুম সে কথা ভুলে গিয়েছে। যখন মনে পড়ল অনেক সময় কেটে গিয়েছে। সে দ্রুত আঁচল টেনে মাথা ঘুরে ছুটে যায়

রান্নাঘরের দিকে। এসে দেখে ফরিনা এবং আমিনা মাছ কাটছেন। পদ্মজা পা টিপে টিপে রান্নাঘরে ঢুকে। ভয়ে বুক কাঁপছে। কখন না কঠিন কথা শোনানো শুরু করে দেন।

‘অহন আওনের সময় হইছে তোমার? আছিল কই?’ বললেন ফরিনা।

‘ঘরে।’ নতজানু হয়ে বলল পদ্মজা।

‘আমির তো বাইরে বাড়াইয়া গেছে অনেকক্ষণ হইলো। তুমি ঘরে কি করতছিলি? স্বামী বাড়িত থাকলে ঘরে থাহন লাগে। নাইলে বউদের শোভা পায় খালি রান্নাঘরে।’

চুলার চেয়ে কিছুটা দূরত্বে কয়েকটা বেগুন রাখা। এখানে আসার পর থেকে সে দেখছে প্রতিদিন বেগুন ভাজা করা হয়। পদ্মজা দা নিয়ে বসে বেগুন হাতে নিল। ফরিনা বলেন, ‘বেগুন লইছো কেরে?’

‘আজ ভাজবেন না?’

‘জাফর আর হের বউ তো গেলোই গা। এহন
কার লাইগা করাম? আর কেউ খায় না বেগুন।’
পদ্মজা বেগুন রেখে দিল। কণ্ঠ খাদে নামিয়ে
বলল, ‘কী করব?’

ফরিনা চোখমুখ কুঁচকে মাছ কাটছেন। যেন
পদ্মজার উপস্থিতি তিনি নিতে পারছেন না।
পদ্মজার প্রশ্নের জবাব অনেকক্ষণ পর কাঠ
কাঠ গলায় দিলেন, ‘ঘরে গিয়া বইয়া থাকো।’
পদ্মজার চোখ দুটি ছলছল করে উঠে। ঢোক
গিলে বলল, ‘আর হবে না।’

‘তোমারে কইছে না এইহান থাইকা যাইতে?
যাও না করে? যতদিন আমরা আছি তোমরা
বউরা রান্ধাঘরের দায়িত্ব লইতে আইবা না।’
আমিনার কণ্ঠে বিদ্রুপ।

পদ্মজা আমিনার কথায় অবাক হয়ে গেল। সে
কখন দায়িত্ব নিতে এলো? ফরিনা আমিনার
কথা শুনে চোখ গরম করে তাকালেন।

বললেন, ‘আমার ছেড়ার বউরে আমি
মারব,কাটব,বকব। তোমরা কোনোদিন হের
লগে উঁচু গলায় কথা কইবা না। বউ তুমি ঘরে
যাও।’

পদ্মজার সামনে এভাবে অপমানিত হয়ে
আমিনা স্তব্ধ হয়ে যান। তিনি সেই শুরু থেকে
ফরিনাকে ভয় পান। তাই আর টুঁ শব্দ করলেন
না। পদ্মজা ফরিনার দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি
নিয়ে তাকাল। কী যেন দেখতে পেল। মনে
হচ্ছে এই মানুষটারও দুই রূপ আছে। এই
বাড়ির প্রায় সবাইকে তার মুখোশধারী মনে
হচ্ছে। কেউ ভালো কিন্তু খারাপের অভিনয়
করে। আর কেউ আসলে শয়তান কিন্তু ভালোর
অভিনয় করে। কিন্তু কেন? কীসের এতো
ছলনা!

‘খাড়াইয়া আছো কেন? যাও ঘরে যাও।’

‘গিয়ে কী করব? কোনো সাহায্য লাগলে বলুন

না আন্মা।’

‘তোমারে যাইতে কইছি। যাও তুমি।’

পদ্মজা আর কথা বাড়াল না। ধীর পায়ে জায়গা ত্যাগ করল। এদিক-ওদিক হেঁটে ভাবতে থাকে, কার ঘরে যাবে। লাবণ্যের কথা মনে হতেই লাবণ্যের ঘরের দিকে এগোল সে। লাবণ্য বিকেলে টিভি দেখে। নিশ্চয়ই এখন টিভি দেখছে। লাবণ্যের ঘরে ঢুকেই লিখন শাহর কণ্ঠ শুনতে পেল পদ্মজা। টিভির দিকে তাকাল। দেখল, ছায়াছবি চলছে। লিখন শাহর ছায়াছবি। পদ্মজা ঘুরে দাঁড়ায় চলে যেতে। লাবণ্য ডাকল, ‘ওই ছেমড়ি যাস কই? এইদিকে আয়।’

পদ্মজা ঘরে ঢুকে, লাবণ্যের পাশে পালঙ্কে বসল। লাবণ্য দুই হাতে পদ্মজার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, ‘সারাদিন দাভাইয়ের সাথে থাকস কেন? আমার ঘরে একবার উঁকি দিতে পারস

না?’

‘তোৰ দাভাই আমাকে না ছাড়লে আমি কী
কৰব?’

‘ঘুষি মেৰে সৰাইয়া দিবি।’

‘হ্যাঁ, এৰপৰ আমাকে তুলে আছাড় মারবে।’

‘দাভাইকে ডরাস?’

‘একটুও না।’

‘সত্যি?’

‘মিথ্যে বলব কেন?’

‘একদিন राग देखले एरपर ठिकई डर्राईबि।’

‘आमि रागतेई देव ना।’

लावण्य हासे। एरपर टिंभिर दिके तार्किये
बलल, लिखन शहर मतो मानुषरे फिराईया
देओनेर साहस खालि तोरई आछे। आमार
जीवनेओ हईतो ना।’

पद्मजा किछु बलल ना। लावण्यई बले याछे,
‘एई छविटा आमि एहन निर्रा छयवार देखछि।’

লিখন শাহ তার নায়িকারে অনেক পছন্দ করে।
কিন্তু নায়িকা পছন্দ করে অন্য জনরে। অন্য
জনরে বিয়া করে। বিয়ার অনেক বছর পর
লিখন শাহর প্রেমে পড়ে নায়িকা। ততদিনে
দেরি হয়ে যায়। লিখন শাহ মরে যায়। এই
হইলো কাহিনি। আইচ্ছা পদ্মজা, যদি এমন
তোর সাথেও হয়?’

পদ্মজা আঁতকে উঠে বলল, ‘যাহ কী বলছিস!
বিয়ের আগে ভাবতাম যার সাথে বিয়ে হবে
তাকেই মানব। কিন্তু এখন আমার তোর
ভাইকেই দরকার।’

‘ওরেএ! লাইলি হয়ে যাইতাছস। যাহ, আমিও
মজা করছি। আমি কেন চাইব আমার ভাইয়ের
বউ অন্যজনরে পছন্দ করুক। লিখন শাহ
আমার। শয়নে স্বপনে তার লগে আমি সংসার
পাতি।’

পদ্মজা হাসল। লাভণ্যর পিঠ চাপড়ে বলল,
‘আব্বারে বল, লিখন শাহকে ধরে এনে তোর

গলায় ঝুলিয়ে দিবে।’

‘বিয়া এমনেও দিয়া দিব। কয়দিন পর
মেট্রিকের ফল দিব। আমি তো ফেইল করামই।
দেহিস।’

‘কিছু হবে না। পাশ করবি। রানি আপা কই?’

‘কী জানি কই বইয়া রইছে। চুপ থাক এহন।

টিভি দেখ। দেখ, কেমনে কানতাছে লিখন
শাহ। এই জায়গাটা আমি যতবার দেহি আমার
কাঁনদন আইসা পরে।’ বলতে বলতে লাবণ্য
কেঁদে দিল। ওড়নার আঁচল দিয়ে চোখের জল
মুছল।

পদ্মজা টিভির দিকে মনোযোগ সহকারে
তাকাল। দৃশ্যে চলছে, লিখন শাহ ঠোঁট কামড়ে
কাঁদছে। ঘোলা চোখ দুটি আরো ঘোলা হয়ে
উঠেছে। ঘরের জিনিসপত্র ভাংচুর করছে। তার
মা, বোন, ছোট ভাই ভয়ে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে
আছে। এক টুকরো কাচ ঢুকে পড়ে লিখন

শাহর পায়ে। আৰ্তনাদ করে ফ্লেগে বসে পড়ে।
তার মা দৌড়ে আসে। পাগলামি থামাতে বলে।
লিখন শাহ আৰ্তনাদ করে শুধু বলছে, 'তুলির
বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আমরা। আমি কী নিয়ে বাঁচব।
কেন তুলি আমাকে ভালোবাসলো না। আমি
তো সত্যি ভালোবেসে ছিলাম।'

পদ্মজা বাকিটা শুনল না। মনোযোগ সরিয়ে
নিল। তার কানে বাজছে, 'পদ্মজার বিয়ে হয়ে
যাচ্ছে আমরা। আমি কী নিয়ে বাঁচব? কেন
পদ্মজা আমাকে ভালোবাসলো না। আমি তো
সত্যি ভালোবেসেছিলাম।'

পদ্মজার চোখের কার্নিশে অশ্রু জমে। সে
অশ্রু আড়াল করে লাবণ্যকে বলল, 'তুই দেখ।
আমি যাই।'

লাবণ্যের কানে পদ্মজার কথা ঢুকল না। সে
টিভি দেখছে আর ঠোঁট ভেঙে কাঁদছে। পদ্মজা
আর কিছু বলল না। উঠে দাঁড়ায় চলে যেতে।

দরজার সামনে আমিরকে দেখতে পেল। তার
বুক ধক করে উঠল। পরে মনে হলো, সে তো
কোনো অপরাধ করেনি। তাহলে এতো আশ্চর্য
হওয়ার কী আছে। আমির কাগজে মোড়ানো
কিছু একটা এগিয়ে দিল। বলল, 'ঘরেও পেলাম
না। রান্নাঘরেও না। তাই মনে হলো লাভগ্যর
ঘরেই আছে। টিভি দেখছিলে নাকি?'

চলবে...